Cambridge
O Level

Cambridge International Examinations
Cambridge Ordinary Level

BENGALI **3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension **For Examination from 2018**

SPECIMEN INSERT

1 hour 30 minutes

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

This Insert contains the reading passages for use with the Question Paper.

You may annotate this Insert and use the blank spaces for planning.
This Insert is **not** assessed by the Examiner.

© UCLES 2017

নিবন্ধ **1**

এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **26** থেকে **32** নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মোবাইল ফোন

মোবাইল ফোন এখন জড়িয়ে গেছে আমাদের জীবনের অঙ্গে অঙ্গে। আঙুলের আলতো এক পরশে এক মুহূর্তেই সংযোগ হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর যেকোনও প্রান্তে কারও সঙ্গে। যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলেও এতে 'নিজস্বী' থেকে শুরু করে ভিডিও ছবি তোলা, গান শোনা, গেম্‌স, ঘড়ি, ক্যালেন্ডার, এ্যালার্ম, ছোট বার্তা আদান-প্রদান, ব্যাঙ্কিং, বাজার-দোকান সবই করা সম্ভব। কখনও আবার এটি প্রযুক্তির সাহায্যে নিমেষেই চোখের সামনে এনে দিতে পারে গোটা বিশ্বের সুলুক সন্ধান। এ যেন আলাদীনের এক আশ্চর্য প্রদীপ! কয়েক প্রজন্ম আগেও ভাবা হত এই ধরণের কার্যকরী যন্ত্র কেবলমাত্র গ্রহান্তরের কোনও জীবের হাতেই থাকা সম্ভব।

এই ছোট যন্ত্রটির মাধ্যমে প্রযুক্তির এরকম চোখধাঁধানো ব্যবহারিক প্রয়োগ খুব কম সময়ের ব্যবধানে আমাদের জীবনযাত্রায় এনে দিয়েছে আমূল পরিবর্তন। একসময় টেলিফোন কেবল বিত্তবানদের বিলাসী বস্তুর একটি অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত হত। সামাজিকতা রক্ষার প্রাথমিক চাহিদা যোগাযোগের এক অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছে মোবাইল ফোন। প্রযুক্তির জয়রথে চেপে বিপুল পরিবর্তন এল যোগাযোগ মাধ্যমে। এই যুগান্তকারী বিপ্লবের ফলে অতি সুলভে আট থেকে আশি প্রায় সকলেরই হাতে এখন এই স্থানান্তরযোগ্য ফোন। কোথাও এটি সেলফোন, কোথাও মুঠোফোন বা চলভাষ হয়ে নিজেদের অজান্তেই হয়ে গেছে আমাদের চলার নিত্য সাথী।

এই চলভাষ চলতে চলতে শত বছরে পা দিতে চলেছে। ১৯১৮ সালে একজন কানাডিয়ান পুলিশ রেডিও টেলিফোনের মাধ্যমে জাহাজ থেকে স্থলে প্রথম কথা বলার পর থেকেই মোবাইল ফোনের ধারণাটার সূচনা হয়। সেইসময় জার্মানীর কিছু সামরিক ট্রেনে প্রথম তারবিহীন ফোনের ব্যবহার দেখা যেত। তারপর ১৯২৪ সালে বার্লিন শহরে সাধারণ ট্রেনে প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য ওয়ারলেস ফোনের ব্যবহার শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই তারবিহীন যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তাটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। ১৯৪০ সালে আমেরিকার বেল কোম্পানি তৈরি করল গাড়িতে রাখা এক মস্ত বড় আর বেজায় ভারী রেডিও ফোন যার মাধ্যমে অন্যান্য ফোনে কথা বলা যেত। এ নিয়ে নানান গবেষণামূলক পরীক্ষানিরীক্ষা চলতে থাকল বিভিন্ন দেশে।

১৯৪৬ সালে আমেরিকার মিসৌরি শহরে সর্বপ্রথম মোবাইল ফোনের পরিষেবা চালু হলেও তা জনসাধারণের মধ্যে তেমন সাড়া ফেলতে পারে নি। এটা শুধুমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমিত ছিল এবং সংযোগস্থাপন ব্যবস্থা উন্নতমানের না হওয়ার ফলে কথা কেটে কেটে যেত, আর ব্যাটারিও লাগত প্রচুর ফলে খুব কম সময় কথা বলা যেত এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়াতে বিত্তবান ব্যবসায়ী ছাড়া সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল।

১৯৭৩ সালের ৩রা এপ্রিল মোটোরোলা সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার মার্টিন কুপার আধুনিক মোবাইল ফোন তৈরি করে জনসমক্ষে সর্বপ্রথম কথা বলেন। তার আকার ছিল আস্ত এক থান ইটের মতো আর ওজনেও বেশ ভারী। আধ ঘন্টা কথা বলার জন্য ব্যাটারি চার্জ দিতে হত প্রায় দশ ঘন্টা। আরও পরে ঐ সংস্থারই আর এক ইঞ্জিনিয়ার জন মিচেল অপেক্ষাকৃত কম ওজনের এবং হাতের মুঠোতে ধরার মতো ছোট একটি ফোন হাজির করেন। ব্যাটারিটা বেশি সময় চলে বলে খরচটাও অনেকখানি কমে এল। শুরু হল এর জয়যাত্রা লাফিয়ে লাফিয়ে। সংযোগস্থাপন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে এর বহুমুখী পরিষেবা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামল আইবিএম-র স্মার্টফোন আর অ্যাপেলের একের পর এক আইফোন। দ্রুত বদলে দিল আমাদের জীবনযাত্রার সংজ্ঞা।

এই প্রজন্মের জন্য মোবাইল ফোন তৈরি করছে এক ডিজিটাল সমাজ তথা আপাত বিশ্বস্ত বন্ধু। এর উপর নির্ভরতাও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। দ্রুতগতিতে বদলে ফেলছে সামাজিকতার মাপকাঠি। মোবাইল পরিষেবা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গতিকে অনেক ত্বরান্বিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে ঠিকই, নিঃসন্দেহে এটা আমাদের অতি দুর্লভ নিজস্ব মুহূর্তগুলোকেও কেড়ে নিচ্ছে। তবে এই প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার চাবি কিন্তু আমাদেরই হাতে।

© UCLES 2017

নিবন্ধ 2

এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **33** থেকে **43** নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ঘুড়ি উৎসব

'পেটকাটি, চাঁদিয়াল, মোমবাতি, বগ্গা, আকাশে ঘুড়ির ঝাঁক মাটিতে অবজ্ঞা' এই গানের কলি আমাদের ছোটবেলার স্মৃতিতে নিয়ে যায়। 'আকাশে ঘুড়ির দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে ঘুড়ির লড়াই দেখতাম, কেটে যাওয়া ঘুড়ির পিছনে পিছনে দৌড়াতাম, কখনও লাটাই ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম, উৎসবের আগে সুতোয় কড়া মাঞ্জা কিংবা ছেঁড়া ঘুড়িতে শৌখিনভাবে তাপ্পি দেওয়া সব কাজেই ছিল আমার অফুরন্ত উৎসাহ আর উত্তেজনা। ঘুড়ি তৈরি থেকে শুরু করে ঘুড়ি ওড়ানো বা প্রতিযোগিতায় নামা পুরো ব্যাপারটাই ছিল এক মজার বিনোদন।'

সারা বিশ্বজুড়েই এই মজার ঘুড়ি ওড়ানোর খেলা চলতে থাকে সময় বিশেষে। পশ্চিমবঙ্গে শরতের আগমনে ওড়ে তো সিঙ্গাপুরে শীতকালে। বাংলাদেশে ঘুড়ি উৎসব পাল্লা দেয় বসন্তের রঙে রঙ মিলিয়ে বসন্ত উৎসবের সঙ্গে। ইউরোপের আকাশে ঘুড়ি দেখা যায় গ্রীষ্মের অবকাশে। প্রায় ২,৮০০ বছর পূর্বে ঘুড়ির প্রচলন সর্বপ্রথম চিনদেশে হলেও ক্রমশ তা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সর্বত্রই ঘুড়ি ওড়ানো ও প্রতিযোগিতা ছিল একসময় উত্তম বিনোদন। এখানে কার ঘুড়ি কত উপরে যেতে পারে অথবা কে সবচেয়ে বেশি ঘুড়ি ভো-কাট্টা করতে পারে তার উপরই প্রতিযোগিতা হয়। গ্রীষ্মকালে ইউরোপে অবশ্য ঘুড়ির প্রতিযোগিতায় ঘুড়িটা কত বেশি সময় আকাশে উড়তে পারে তার ভিত্তিতে জয়ী হয়।

সেকালে ঘুড়ি বানানো হত বাতাসে ভাসার উপযোগী হালকা, সাদা বা রঙিন পাতলা সিল্কের কাপড়ের সাথে আঠা দিয়ে বাঁশের কঞ্চি বা শক্ত অথচ নমনীয় সরু কাঠি লাগিয়ে। চৌকো আকারের এই ঘুড়ির সাথে বাহারি লেজ লাগিয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে আকাশে ওড়ানো হত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি নন্দনের জন্য রঙিন চকচকে একধরণের মার্বেল কাগজ বা প্লাস্টিকের মতো সিন্থেটিকের তৈরী ঘুড়ি বেশ জনপ্রিয়। অবশ্য দেশভেদে ঘুড়ির উপাদানে, আকারে ও নকশায় ভিন্নতা দেখা যায়। আজকাল ঘুড়ির নির্দিষ্ট সনাতনী আকারকে ছাড়িয়ে নানান আকৃতির বর্ণময় ঘুড়ি যেমন পাখি, মাছ, কচ্ছপ, ড্রাগন ও রকমারি জ্যামিতিক নকশাগুলো নিয়ে আসে এক উৎসবের আমেজ। রঙিন পাতলা কাগজের সেই পেটকাটি, চাঁদিয়াল, মোমবাতি, জয়বাংলা নামের ঘুড়িগুলো কোথায় হারিয়ে গিয়ে এখন নীল আকাশের বুকে ভেসে বেড়ায় প্লাস্টিকের তৈরী বর্ণময় মেঘকুমারী, ডলফিন, ডেলটা, রূপচাঁদা, মাছরাঙা ছাড়াও আরও কত কী! যেমন এদের গালভরা সব নাম, তেমনই মনকাড়া দেখতে।

সব দেশেই ঘুড়ি উৎসবের আগে চরম ব্যস্ততা দেখা যায় ঘুড়ি তৈরির কর্মশালায়। সেখানে ঘুড়ির আকৃতি, রঙ বা নকশা সবকিছু নিয়েই গবেষণা চলে। ঘুড়িপ্রেমীদের সঙ্গে সঙ্গে নানান সরঞ্জাম নিয়ে শশব্যস্ত হয়ে পড়েন চেনা অচেনা অনেক শিল্পীও। তাঁদের মধ্যে হিড়িক পড়ে যায় ঘুড়ির নকশায় অভিনবত্ব আনার। ছোটরাও এই কর্মশালায় সমানভাবে সক্রিয়। ওদের কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তৈরি হয় পতেঙ্গা ঘুড়ি। কয়েকদিনের টানা নিরলস পরিশ্রমের পর মনের মতো ঘুড়িটা যখন নীল আকাশে অন্যদের মাঝে স্বমহিমায় ভেসে বেড়ায় তখন ঘুড়িয়াল ও উড়িয়ালদের ঝলমলে মুখের হাসি যেন মধ্যগগনের সূর্যের উজ্জ্বলতাকেও হার মানায়।

বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পর্যটকরা কেবল অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুক্ত বায়ু সেবন করেন না, আকাশ জুড়ে যে রঙিন ঘুড়ির মেলা বসে সেই আনন্দোৎসবেও যোগ দেন। ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে ছোট বড় সকল ঘুড়িপ্রেমীদের অবাধ বিচরণ। শিল্পী থেকে কবিয়াল সকলেই এখানকার ঘুড়ি উৎসবে শামিল হয়ে যান। সকলেই আনন্দে ও উত্তেজনায় টানটান হয়ে মত্ত থাকে উৎসবে। সবার উদ্দেশ্য একটাই এই উৎসবের হাওয়া কেবল এক জায়গায় সীমাবদ্ধ না থেকে যেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পীদের মতে, "ঘুড়ি উৎসবে আমরা পারস্পরিক ভাবধারা বিনিময়ের মাধ্যমে যেমন সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ ও সফল হওয়ার সুযোগ পাই, তেমনই ছোটদেরকেও এই অবাধ সৃজনশীল কাজে নিযুক্ত করে এক মজার বহির্মুখী খেলায় উৎসাহিত করতে পারি।"

© UCLES 2017

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2017